দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 31 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ২ ...

জন উইলসন স্কুলকে নিবন্ধন নীতিমালার আওতায় অন্তর্ভুক্ত কেন নয়: হাইকোর্ট

বাড়তি ফি আদায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানী বাড্ডার সাতারকুলে অবস্থিত স্যার জন উইলসন স্কুলকে বেসরকারি বিদ্যালয় নিবন্ধন নীতিমালার আওতায় অন্তর্ভুক্তির কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না এই মর্মে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট। চার সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষা সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ বিবাদীদের এই রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চলতি শিক্ষাবর্ষে বর্ধিত সেশন ও টিউশন ফিস সহ অন্যান্য ফিস আদায় থেকে বিরত থাকতে অধ্যক্ষের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ দস্তগীর হোসেন ও বিচারপতি একেএম সাহিদুল হকের ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল সোমবার এ আদেশ দেয়।

স্কুলটির বিভিন্ন খাতে বর্ধিত ফি আদায়ের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন ৩৩ জন অভিভাবক। আবেদনে বলা হয়, গত ২১ বছর ধরে পরিচালনা পর্ষদ ছাড়াই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে। পরিচালনা পর্ষদ ভর্তি ও টিউশন ফি নির্ধারণ করে থাকে। অথচ ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির মালিক ভর্তি ও সেশন ফি নির্ধারণ ও আদায় করেছে। যা বেসরকারি (ইংরেজি মাধ্যম) বিদ্যালয় নিবন্ধন নীতিমালা-২০০৭ এর ৭, ৯, ১৭ ও ২০ ধারার পরিপন্থী। আবেদনে আরো বলা হয়, ২০১২ সালে একজন শিক্ষার্থীকে স্কুলে ভর্তি হতে ১ লাখ ২৭ হাজার ৭৮০ টাকা দিতে হত। চার বছরের ব্যবধানে চলতি শিক্ষাবর্ষে (২০১৬-২০১৭) তা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৯২ হাজার ৮ টাকা। ট্রাস্টি বোর্ড এটি নির্ধারণ করতে পারে না।

আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার অনীক আর হক। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অরবিন্দ কুমার রায়। শুনানি শেষে হাইকোর্ট উপরোক্ত আদেশ দেয়।